আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

Introduction of Ayurveda

যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। কোনো ব্যক্তি স্বল্পায়ু হবে না দীর্ঘায়ু হবে, স্বাস্থ্যবান হবে না রোগমুক্ত আয়ু নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা দেখা যায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ চর্চার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদের ভৈষজ্যমন্ত্রে বিভিন্ন গাছ, লতা-পাতার প্রয়োগে রোগ নিরাময়ের কথা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রগুলি প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূলস্বরূপ। পরবর্তীকালে উক্ত মন্ত্রগুলির ঔষধ চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

সমাজজীবনে ভালোভাবে থাকার অর্থাৎ সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করার জন্য দরকার সুস্বাস্থ্য অর্থাৎ নীরোগ শরীর। স্বাস্থ্যহীনতা ও রুগ্নতা জীবন সংগ্রামে ব্যর্থতার মূল কারণ হয় দাঁড়ায়।

চরক সংহিতায় উক্ত হয়েছে —

— 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् ।
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥'

আয়ুর্বেদের প্রয়োজন :-

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" — মানুষের শরীর মাত্রেই ব্যাধির আকর। স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় মানুষ যেভাবে ভাগ সময় লঙ্ঘন করে থাকে। সমাজের এই মানুষদেরকে কাল, ঋতু ও প্রকৃতির খেয়াল সহ্য করে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর ফলে শরীরের নির্মাণকারী সমস্ত ধাতু বিকৃত হয়ে যায়। শরীরের উপর কোন অত্যাচার না করা সত্ত্বেও মানুষ নানা প্রকার ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য

Scanned by CamScanner

নিয়ম কানুন পালন করলেও ব্যাধির হাত থেকে কোন প্রকার নিস্তার নেই। তাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লেখ আছে শরীরের প্রয়োজনীয় ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় আনার নানা রকমের উপদেশ। বিভিন্ন রোগের কারণ এবং সেগুলির প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও নির্দিষ্ট হয়েছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। কাজেই শরীরগঠনকারী ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় রেখে বিভিন্ন ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার জন্যই আয়ুর্বেদশাস্ত্র অপরিহার্য। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে —

"... কার্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে।
ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্ ॥"

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি :

কথিত আছে — লোকপিতামহ ব্রহ্মা 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে লক্ষশ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অনেক বিখ্যাত আচার্যগণ ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, হারীত, ক্ষারপাণি, ধন্বন্তরি প্রমুখ।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে সূর্য, রুদ্র দেবতাগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়গণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ শিব প্রমুখ দেবতাগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের আধিকারিকরূপে অভিনন্দিত হয়েছেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে অল্পায়ু ও স্বল্পধী দেখে সেই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেন বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য এবং দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ প্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের

কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিশেষ কার্য্যে অধিষ্ঠিত হন। দধ্যঙ্ক ব্রহ্মার দ্বারা বিভক্ত অংশগুলি আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র হল —

(1) শল্য, (2) শালাক্য (3) কায় চিকিৎসা
(4) ভূতবিদ্যা (5) কৌমারভৃত্য (6) অগদ
(7) রসায়ন (8) বাজীকরণ।

~~ভারতে আয়ু~~ ———

▲ <u>অষ্টাঙ্গিক আয়ুর্বেদ</u> :- আর্যযুগে আয়ুর্বেদের ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে অষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। অঙ্গগুলি হল —

1. শল্যতন্ত্র (Major Surgery)
2. শালাক্যতন্ত্র (Minor Surgery)
3. কায়চিকিৎসা (Therapeutics)
4. ভূতবিদ্যা (Demonology)
5. কৌমারভৃত্য (Pediatrics)
6. অগদতন্ত্র (Toxicology)
7. রসায়ন (Elixir)
8. বাজীকরণ (Aphrodisiacs)

Scanned by CamScanner